০১ ডিসেম্বর ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৬

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

গুম

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

কারাগারে মৃত্যু

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর চলমান গণহত্যা

সভা-সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত

শিশু ধর্ষনকে বৈধতা দেবে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ (খসড়া)

নারীর প্রতি সহিংসতা

***অধিকার* এর কর্মকাণ্ডে বাধা**

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন

রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ২০১৩ সালের আগস্ট মাস থেকে ক্রমাগত রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-নভেম্বর ২০১৬*													
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	১৩	১৭	৮	১৯	১৮	১৩৭
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	০	০	১	০	৩	১০
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	০	০	২	১	১	১	০	০	০	৮
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	১	১	১	০	০	৩
	মোট	৯	১২	১১	১১	৫	২৬	১৫	১৯	১০	১৯	২১	১১৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	০	৬	২	০	১	০	১৬
গুম		৭	১	৯	১০	১৩	১৪	৪	৭	৪	৭	৮	৮৪
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	৫	৫	২	৫	৩	৫	৫৪
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	৪	৩	৫	০	১	২৮
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১	৭	৪	৫	১	৩৫
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	০	০	১	১	০	১৯
	মোট	৭	১০	১	৬	৭	১৮	৫	১০	১০	৬	২	৮২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৪	৭	১	১	৩	৫১
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	২	৩	০	০	১	১৬
রাজনৈতিক সহিংসতা (স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতাও এতে অর্ন্তভুক্ত)	নিহত	৬	৫	৫০	৩৩	৫৩	২৮	১৪	২	৭	৩	৮	২০৯
	আহত	৪২৯	৫৬৬	২২৬৩	১৩৮১	১৬০৮	১০০১	৪৬২	২৬২	২১৩	১৩২	৩২৭	৮৬৪৪
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	২০	২১	১৩	১৫	১৪	১৮৭
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫২	৭২	৪৭	৭৩	৭৮	৫১	৬৯৭
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	২০	২৬	১৬	২০	১৮	১৪	২৬	৩৪	৩৫	২৫৯
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১	২	৪	৭	৪	৩	৪০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	৭	২	২	২	৩	৪	৪৭
তৈরি পোশাক শিল্প	কারখানায় আগুনে পুড়ে নিহত	০	০	০	০	৩	০	০	০	০	০	০	৩
	বিক্ষোভের সময় ও কারখানায় আগুনে পুড়ে আহত	২৫	৩১	১২	৩৪	১৮	৪৬	২৮	১৭	১৫	২০	২৫	২৭১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার (সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেসবুকসহ অনলাইনে লেখার কারণে)		১	৪	০	১	১	১	৪	১৫	২	৪	১	৩৪

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দূর্বৃত্তায়নের ফলে ৮ জন নিহত এবং ৩২৭ জন আহত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ১২টি এবং বিএনপির ৩টি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬ জন নিহত ও ১৬৬ জন আহত হয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১৫ জন আহত হয়েছেন।

২. ত্রুটিপূর্ণ ও ভোটারবিহীন নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ব্যাপকভাবে দুর্বৃত্তায়নে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এই দুর্বৃত্তায়নের ব্যাপকতা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সাধারণ নারী-পুরুষ-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর তারা হামলা

করছে। ছাত্রলীগ-যুবলীগ নেতা-কর্মীরা তাদের বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলে লিপ্ত হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের দায়মুক্তি লক্ষ্যণীয়। কেউ কেউ গ্রেফতার হলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তারা জামিনে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। এই রকম অনেকগুলো দুর্বৃত্তায়নের ঘটনার মধ্যে দুটি উল্লেখ করা হলো ঃ

৩. গত ১২ নভেম্বর যশোরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতার হাতে নৃশংসভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে শুকুর আলী (২৫) নামে একজন দোকান কর্মচারী চিকিৎসাধীন অবস্থায় যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে মারা যান। গত ৬ নভেম্বর যশোর এম এম কলেজ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তৌহিদুর রহমানের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন দুর্বৃত্ত শুকুর আলীকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে কলেজের ছাত্রাবাসে আটকে রেখে তাঁর ওপর নিপীড়ন চালায় বলে অভিযোগ করেছে শুকুর আলীর পরিবার। তাঁরা দাবি করেন, শুকুরের পায়ের নখ তুলে নেয়া হয় এবং তাঁর ডান পা ড্রিল মেশিন দিয়ে ছিদ্র করে দেয়া হয়। এরপর নিপীড়নকারীরাই গণপিটুনি দেয়া হয়েছে বলে প্রচার করে পুলিশে সোপর্দ করে। এরপর গুরুতর আহত শুকুরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাঁকে ঢাকায় সুচিকিৎসার জন্য রেফার করেন। কিন্তু পুলিশ শুকুরের বিরুদ্ধে মামলা থাকার কথা বলে তাঁকে ঢাকায় নিতে দেয়নি।[১]

৪. গত ১৬ নভেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম মোহাম্মদ বাদল ও ইউনিয়ন যুবলীগের আহ্বায়ক আব্দুল বারীর মধ্যে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সাইফুল মোল্লা (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহত এবং ১০ জন আহত হন।[২]

ময়মনসিংহে আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত সাইফুল মোল্লা, ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৬ নভেম্বর ২০১৬

গুম

৫. নভেম্বর মাসে এই পর্যন্ত ৮ জনের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ৮ জনের সবাইকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে।

৭. গুম বা এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ যা আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। গুম মৌলিক মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এটি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং

[১] বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে নির্যাতন;যশোরে চিকিৎসাধীন যুবকের মৃত্যু/ যুগান্তর, ১৪ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/city/2016/11/14/76537/

[২] ত্রিশালে আওয়ামী লীগ যুবলীগ সংঘর্ষ, নিহত ১/ মানবজমিন, ১৭ নভেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=40599&cat=3/

জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে গুম জনিত অপরাধ তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়; যাঁদেরকে সরকার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। গুম হওয়া ব্যক্তিরা প্রায়শই নির্যাতনের শিকার হন এবং তাঁদের জীবন নিয়ে তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত থাকেন। তাঁদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং এমনকি তাঁরা আইনি সুরক্ষা থেকেও বঞ্চিত থাকেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের ঘটনা ঘটছে বলে সাম্প্রতিক সময়ে ইউএন ওর্য়াকিং গ্রুপ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্বজনরা এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনযাপন করছেন। অনেকেই অর্থনৈতিক দুরবস্থার শিকার হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন এবং কারো কারো পরিবারের সদস্যরা তাঁদের সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তায় অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণও করছেন। এর মধ্যে গুম হওয়া ছাত্রদল নেতা পারভেজ হোসেনের বাবা শফিউদ্দিন গত ৯ নভেম্বর মারা যান। তাঁর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, ছেলের গুম হওয়ার বিষয়টি তিনি মেনে নিতে পারেননি। ছেলের শোকেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।[৩] ঢাকা বিমানবন্দর থানা জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক নিজামউদ্দিন মুন্নার বাবা মোহাম্মদ শামসুদ্দিন গত ১৩ নভেম্বর মারা যান। নিজামউদ্দিন মুন্নাকে তাঁর বাবা মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। মোহাম্মদ শামসুদ্দিনের স্ত্রী মুন্নার মা ময়ূরী বেগম বলেন, উত্তরার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তাঁর স্বামী। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তিনি কেবল ছেলেকে পাওয়ার আকুতি জানিয়েছেন। ছেলের কবর পেলে সেখানে গিয়ে দোয়া করতে চেয়েছিলেন। ছেলের শোকেই শেষ হয়ে যায় তাঁর জীবন"।[৪]

৮. গত ৬ নভেম্বর দিনাজপুর প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার সারোয়ার হোসেন তাঁর ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানের (১৫) এবং একই জেলা ও উপজেলার মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান তাঁর ছেলে মাদ্রাসা ছাত্র মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের (১৭) গুম হওয়ার বিষয়টি সাংবাদিকদের অবহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে সারোয়ার হোসেন বলেন, গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ১ টায় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে একদল সাদাপোষাকধারী লোক তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে তাঁদের জাগিয়ে তোলে এবং তাঁর ছেলে কলাবাড়ি দাখিল মাদ্রাসার ৯ম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামানের (১৫) খোঁজ জানতে চায়। তিনি তখন তাঁর ছেলেকে পাশেই তার দাদার বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থা থেকে জাগিয়ে এনে তাদের কাছে দেন। এই সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দেয়া ব্যক্তিরা তাঁর ছেলেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর ছেলের আর কেনো খোঁজ তাঁরা পাননি। গত ১০ অক্টোবর এই ব্যাপারে ঘোড়াঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। যার নম্বর ৫৯৬,তারিখ-১৬/১০/২০১৬। সংবাদ সম্মেলনে গুম হওয়া মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের বাবা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান বলেন, গত ৪ অক্টোবর সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ টায় রানীগঞ্জ বাজারে অবস্থিত তাঁদের মুদি দোকান থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে একদল সাদাপোষাকধারী লোক তাঁর ছেলে কলাবাড়ি মাদ্রাসার ১০ম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানকে একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে চলে যায়। পরে এই খবর লোক মুখে জানার পর নানান জায়গায় যোগাযোগ করেও তাঁর ছেলের কোনো খোঁজ পাননি। এই ঘটনায় ঘোড়াঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। যার নম্বর ৫৯৫,তারিখ-১৬/১০/২০১৬।[৫]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি রুল জারি করলেও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়নি। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখীন করার দাবি জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে এবং এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার

[৩] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[৪] ছেলেকে না দেখেই চলে গেলেন শামসুদ্দীন! / প্রথম আলো, ১৪ নভেম্বর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1020393/

[৫] সাংবাদিক সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য

সদস্যদের দায়মুক্তি বিরাজমান রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তদন্ত হতে দেখা গেছে এবং তদন্তে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি প্রমাণিতও হয়েছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্তে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত

১০. গত ১৩ নভেম্বর কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলি আদালত-১ এর বিচারক মিজানুর রহমান কৃষক দাউদ হোসেনকে বাড়ি থেকে তুলে ডাকাত বানিয়ে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনোয়ার হোসেন, এসআই রবিউর ইসলাম ও পিএসআই ফারুক হোসেনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ১৯ জানুয়ারি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার কীর্তিনগর গ্রামের কৃষক দাউদ হোসেনকে তাঁর নামে মামলা আছে বলে নিজ বাড়ি থেকে অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্য ধরে নিয়ে যায়। পরে ডাকাত হিসেবে ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে। দাউদের পরিবার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে পরদিন ২০ জানুয়ারি দাউদ হোসেনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানা পুলিশ আদালতে ফাইনাল রিপোর্ট দেয়। পরে দাউদ হোসেনের স্ত্রী রোমেছা খাতুন পুলিশের দেয়া ফাইনাল রিপোর্টের বিরুদ্ধে আদালতে নারাজি পিটিশন দাখিল করেন। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি দাউদ হোসেনের স্ত্রী অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিচারিক আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার জিআর নং ০৭/২০০৭। অভিযোগটি আমলে নিয়ে তিন দফা বিচার বিভাগীয় তদন্ত শেষে সিআর ৯৬/১৬ নং মামলা হিসেবে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং অভিযুক্ত তিন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে।[৬]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

১১. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে নভেম্বর মাসে ২১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১২. গত ২ নভেম্বর ভোরে যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার বেগারীতলা এলাকায় দুই গ্রুপ দুবৃর্ত্তের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের নেতা আনিসুর রহমান (৩৮) নিহত হয়েছেন বলে পুলিশ দাবি করে। কিন্তু আনিসুর রহমানের ভাই আজিজুর রহমান দাবি করেন যে, গত ৩০ অক্টোবর তাঁর ভাইকে পুলিশ আটক করে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। এই সময় পুলিশ তাঁর ভাইকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে তাঁদের কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে। কিন্তু এই টাকা দিতে না পারায় পুলিশ তাঁর ভাইকে গুলি করে হত্যা করে।[৭]

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৩. ১৮ জনেই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৯ জন পুলিশের হাতে এবং ৯ জন র‍্যাবের হাতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে মৃত্যু

১৪. উল্লেখিত নিহতদের মধ্যে ৩ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

---

[৬] কুষ্টিয়ায় ক্রসফায়ারে কৃষক হত্যা;ওসিসহ তিন পুলিশের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা/ মানবজমিন, ১৪ নভেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=40114&cat=3/

[৭] Sramik Dal leader killed in jessore /নিউ এজ, ৩ নভেম্বর ২০১৬/ http://epaper.newagebd.net/03-11-2016/11

নিহতের পরিচয় ঃ

১৫. নিহত ২১ জনের মধ্যে ১ জন বিএনপি'র কর্মী, ১ জন জেএমবি সদস্য, ৩ জন গ্রামবাসী, ১৫ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে এবং ১ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

১৬. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, হামলা, নির্যাতন এবং হত্যা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর ওপরে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে ও তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, কাউকে গ্রেফতারের পর সর্বোচ্চ ১২ ঘন্টার মধ্যে তাঁর আত্মীয়স্বজনকে জানাতে হবে। গ্রেফতারের সময় থেকে একটি ডায়রিতে যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে, যেখানে আটককৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকবে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কোনোভাবেই নির্যাতন করা যাবে না। এক সঙ্গে ১৫ দিনের বেশী রিমান্ডে নেয়া যাবে না। বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকের জন্য ৫৪ ধারার প্রয়োগ করা যাবে না। আটক ব্যক্তি হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে পদক্ষেপ নিতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ২৩ শে জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন দায়ের করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট বিভাগ এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে ঘোষণা করেন এবং ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলে। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের দায়ের করা আপিল খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১০ নভেম্বর ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেয়।[৮]

১৭. চট্টগ্রামে গ্রেফতারের পর মোহাম্মদ মুসা নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ পাওয়ায় গত ১৫ নভেম্বর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আবু সালেম মোহাম্মদ নোমান। গত ৫ নভেম্বর মোহাম্মদ মুসাকে একটি মানবপাচার সংক্রান্ত মামলায় পতেঙ্গা পুলিশ গ্রেফতার করে। তিন দিন পর গত ৮ নভেম্বর মুসাকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন পতেঙ্গা থানার এস আই মোহাম্মদ মাজহারুল হক। আদালত ১৫ নভেম্বর রিমান্ড শুনানীর দিন ধার্য করলে মোহাম্মদ মুসাকে এই দিন আদালতে হাজির করা হয়। তখন অভিযুক্ত মুসা আদালতে জানান, গ্রেপ্তারের পর পতেঙ্গা থানার এসআই মাজহারুল হক, এএসআই নুরনবী ও পার্থ রায় চৌধুরী তাঁকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে নির্যাতন করেছেন। তাঁর হাতে ও গলায়

[৮] সুপ্রিমকোর্টের ১৯ দফা গাইডলাইন; হেফাজতে মৃত্যু হলে পদক্ষেপ নেবেন আদালত/ যুগান্তর, ১১ নভেম্বর ২০১৬/ http://www.jugantor.com/first-page/2016/11/11/75611/

থাকা আঘাতের চিহ্নও তিনি দেখান আদালতকে। পরে আদালত পতেঙ্গা থানার তিন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনারকে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম জেলা সিভিল সার্জেনকে মুসার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দিতে বলেন।[৯]

কারাগারে মৃত্যু

১৮. ২০১৬ নভেম্বর মাসে ৫ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে অনেক কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৯. গত ১২ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক গাওছুল আজম ডলার (৪৮) কারাবন্দি থাকা অবস্থায় গাইবান্ধা সদর হাসপাতালে মারা যান। জেলা বিএনপি'র সভাপতি আনিসুজ্জামান খান বাবু জানান, জেল হাজতে কারা কর্তৃপক্ষের নির্যাতন ও চিকিৎসার অবহেলার কারণে গাওছুল আজম ডলারের মৃত্যু হয়েছে।[১০]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

২০. ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে ৪ ব্যক্তি গণপিটুনীতে নিহত হয়েছেন।

২১. মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানুষদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

২২. বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানুষ বহু বছর ধরে পাশাপাশি একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করলেও বিগত কয়েক বছর ধরে অপরাজনীতির মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য বিভাজনের রাজনীতি করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। ফলে অতীতে যে সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ ছিল তা খুবই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর প্রতিটি নির্বাচনের পর হামলা চালানোর ঘটনা একটি নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এবং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত ও প্রতারণামূলক নির্বাচনের দিন এবং এর পরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এরপর ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময়ও তাঁদের বাড়ি-ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে আক্রমণ করা হয়।[১১]

২৩. বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের ওপরও হামলার ঘটনা ঘটে। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় এবং সরকারিদলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে দুর্বৃত্তরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের শত বছরের পুরোনো ১২টি বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে এবং বৌদ্ধ পল্লীর ৪০টির মতো

---

[৯] আসামি নির্যাতন, তিন পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ/ প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1021403/

[১০] অর্ধ দিবস হরতাল ঘোষণা;কারাগারে গাইবান্ধা জেলা বিএনপি নেতার মৃত্যু/মানবজমিন, ১৩ নভেম্বর ২০১৬/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=39951&cat=9/

[১১] স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের পরেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপর পরিকল্পিতভাবে হামলা করা হয়েছে এবং তা এখনও হচ্ছে। এই হামলাগুলোর ঘটনায় বিভিন্ন সময়ে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগও রয়েছে।

বসতবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। যারা মন্দিরে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে, মিছিল মিটিং করেছে, তারা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নিরীহ লোকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কক্সবাজারের পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও আসামীদের ঘুরে বেড়ানোর কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের ধরতে মানা। ওপরের চাপে সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের তাঁরা গ্রেফতার করতে পারছেন না।[১২]

২৪.২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ এর প্রতিনিধিরা। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর প্রায় তিনগুণ বেশি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে হত্যা, আহত করা, অপহরণ এবং জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও উচ্ছেদের মতো ঘটনা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা স্থানীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ঘটনার পরবর্তীতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এমনকি মামলা চলাকালীন অবস্থায় অথবা আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সম্পত্তি দখলের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এইসব ঘটনায় দুবৃর্ত্তরা রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে, কারণ ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের অনেক নেতা এই ধরনের বিভিন্ন ঘটনায় সম্পৃক্ত রয়েছেন।[১৩]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়িতে হামলা

২৫.গত ৪ নভেম্বর ভোরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ৫টি বাড়িতে পুলিশের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।[১৪] এর আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের কৈবর্ত পাড়ার রসুরাজ দাস (৩০) পবিত্র কাবাঘরের ওপর শিবমূর্তির ছবি লাগিয়ে ফেসবুক পাতায় পোস্ট দিয়েছেন এই অভিযোগে গত ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ১৫টি মন্দির এবং শতাধিক বাড়িঘর ও দোকানপাটের ওপর হামলা, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।[১৫] স্থানীয় অধিবাসীরা জানান, ওইদিন উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক মিয়া। রসরাজের ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননার পোস্ট আপলোড হওয়ার পর ফারুকই তা শেয়ার করে প্রতিবাদের ডাক দেন।[১৬] এই ঘটনা নিয়ে কোনো আন্দোলন না করার জন্য মৎস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী অ্যাডভোকেট ছায়েদুল হক ও তাঁর অনুসারীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নেতাদের হুমকি দিয়েছেন বলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ এর পক্ষ থেকে নাসিরনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে। ঘটনায় উস্কানি দেয়ার অভিযোগে চাপরতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী সুরুজ আলী ও হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক মিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেতা নাসিরনগর সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হাশেমকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।[১৭] পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,

---

[১২] বৌদ্ধপল্লিতে হামলা; সরকারি দলের নেতা-কর্মীদের ধরতে মানা/প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৩/ http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2013-01-17/news/322123

[১৩] 'তিন মাসে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৭৩২টি ঘটনা'/মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=11043&cat=2/

[১৪] নাসিরনগরে আবারও হামলা : পাঁচ বাড়িতে আগুন;মন্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ/ যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/11/05/73941/

[১৫] নাসিরনগরে ১৫ মন্দির ভাঙচুর/ প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1011401/ এবং ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার পোস্ট;নাসিরনগরে মন্দির বাড়ি ভাংচুর/ যুগান্তর ৩১ অক্টোবর ২০১৬, www.jugantor.com/news/2016/10/31/72534/

[১৬] নাসিরনগর পুরুষশূন্য;তাণ্ডবের নেপথ্যে ফারুক/ যুগান্তর, ৬ নভেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/11/06/74474/

[১৭] নাসিরনগরে আবারও হামলা : পাঁচ বাড়িতে আগুন;মন্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ/ যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/first-page/2016/11/05/73941/

হামলার পেছনে জেলা আওয়ামী লীগের কিছু নেতার সঙ্গে মন্ত্রী ছায়েদুল হকের দ্বন্দ্বের বিষয়টিও পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে।[১৮]

২৬. গত ১৬ নভেম্বর সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয়টায় ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যেও নাসিরনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি অঞ্জন কুমার দেবের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। নাসিরনগর উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের মামলায় নাসিরনগর উপজেলা সদর ইউনিয়ন শাখা বিএনপি'র সভাপতি আমিরুল হোসেন চকদারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।[১৯] যাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়েছিল সেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বলছেন যে, আমিরুল হোসেন চকদার সেদিন তাঁদের বাঁচাতেই এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ভূমিকার কারণে সেদিন রক্ষা পেয়েছেন কয়েকটি হিন্দু পরিবারের সদস্যরা। পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কাজল জ্যোতি দত্ত বলেন, "বিএনপির নেতা আমিরুল হোসেন চকদার তাঁর প্রতিবেশী। ঘটনার দিন তিনি তাঁর বাড়ি রক্ষা করেছেন"। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৮৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। অথচ গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মাত্র একজন এজহারভুক্ত আসামি। পুলিশ বলছে ভিডিও ফুটেজ থেকে এবং তদন্তে যাদের নাম এসেছে তাদেরই গ্রেফতার করা হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয়রা বলছেন, ভিডিও ফুটেজে যাদের দেখা গেছে, ৩০ অক্টোবর যারা হামলা-ভাংচুর চালিয়েছে, তাদের অনেকেই প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি কাউকে কাউকে পুলিশের সঙ্গেও দেখা গেছে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করে অন্যদের গ্রেফতার করছে।[২০]

নাসিরনগর উপজেলার ঠাকুরপাড়ার ঠাকুরপাড়ায় অগ্নিসংযোগের শিকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকটি ঘরের একটি।
ছবিঃ প্রথম আলো, ৫ নভেম্বর ২০১৬

ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠি সাঁওতালদের উচ্ছেদের জন্য রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগ এবং পুলিশের হামলায় ৩ জন নিহত

২৭. গত ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি সাঁওতালদের সংঘর্ষে তিনজন সাঁওতাল নিহত[২১] ও পুলিশসহ অন্তত ৩০ জন

[১৮] নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর–মন্দিরে হামলা; 'ইন্ধনদাতাদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না পুলিশ/প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1019801/

[১৯] নাসিরনগরে আবার আগুন, বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1022599/

[২০] পুলিশের ভূমিকা আর গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন/ যুগান্তর, ১৮ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/last-page/2016/11/18/77692/

[২১] গোবিন্দগঞ্জে আরেক সাঁওতালের মৃত্যু, আতঙ্ক কাটেনি/প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1018579/ এবং অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

আহত[২২] হয়েছেন। সাঁওতালদের আরো কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন বলে দাবি করেছেন সাঁওতাল নেতারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী গত ৬ নভেম্বর ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১০:০০ টায় রংপুর চিনিকলের একদল শ্রমিক-কর্মচারী চিনিকলের রোপন করা আখ কাটতে গেলে, ঐ জমিতে নতুন করে বসতি গড়ে তোলা সাঁওতাল পরিবারের সদস্যরা তাদের বাধা দেয়। তখন চিনিকল শ্রমিকরা ফিরে এসে দুপুর আনুমানিক ১১:৩০টায় পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আবারো আখ কাটতে যায়। তখন পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো বলেন, সংঘর্ষের সময় গুলির শব্দ শোনা যায়। সংঘর্ষে সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাকিল আহমেদ বুলবুলের নেতৃত্বে চিনিকলের শ্রমিক-কর্মচারী ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের একটি লাঠিয়াল বাহিনীও পুলিশের সঙ্গে যোগ দেয়। সংঘর্ষের সময় শ্যামল হেমব্রম (৩০) নামে একজন সাঁওতাল যুবক গুলিবিদ্ধ হন। পরে সন্ধ্যায় তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।[২৩] এদিকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নের সাহেবগঞ্জ এলাকার একটি ধানক্ষেত থেকে ৭ নভেম্বর রাতে মঙ্গল মাড্ডি (৬০) নামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। মঙ্গল মাড্ডির স্ত্রী শান্তিনা বলেন, ৬ নভেম্বর বিকেলে সাহেবগঞ্জে পুলিশ ও চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষের ঘটনায় তাঁর স্বামী পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানে পড়ে ছিলেন। শান্তিনা আরো বলেন, তাঁর স্বামীর পায়ে ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন ছিল। গত ১০ নভেম্বর ভোরে রোমেশ সরেন (৪০) নামে আরেকজনের মৃত্যু হয়। তাঁর পরিবারের সদস্যদের দাবী, সংঘর্ষে আহত হওয়ার পর গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। ১০ নভেম্বর ভোরে তিনি মারা যান।[২৪]

গাইবান্ধার মাদারপুর গ্রামে হতাশ সাঁওতাল নারীর। ছবিঃ ডেইলি স্টার ১৫ নভেম্বর ২০১৬

[২২] Santal man killed, 1,500 families flee homes /নিউ এজ, ০৭ নভেম্বর ২০১৬, http://www.newagebd.net/article/2253/

[২৩] প্রথম আলো, ০৭ নভেম্বর ২০১৬ ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিনাজপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৪] গোবিন্দগঞ্জে আরেক সাঁওতালের মৃত্যু, আতঙ্ক কাটেনি/প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1018579/ ও *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান

উচ্ছেদের পর থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতালরা। কলাপাতার তৈরি ঝুপড়িতে বাস করছেন অনেকেই।
ছবিঃ যুগান্তর ২৩ নভেম্বর ২০১৬

২৮.উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সালে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জে রংপুর চিনিকলটি স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে সাঁওতাল অধ্যুষিত মাদারপুরসহ গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ৫নং সাপমারা ইউনিয়নের রামপুর, সাপমারা, নারাংগাবাদ ও চকরাহিমপুর মৌজার এক হাজার ৮৪২ দশমিক ৩০ একর জমি রংপুর চিনিকলের জন্য অধিগ্রহণ করে আখ চাষের জন্য সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামার গড়ে তোলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার। ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ১৫টি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রাম ও ৫টি বাঙালি গ্রাম উচ্ছেদ হয়। তখন থেকে এসব জমিতে উৎপাদিত আখ চিনিকলে সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু কথিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কারণে চিনিকলটি ক্রমাগত লোকসান দিতে থাকায় ২০০৪ সালের ৩১ মার্চ থেকে এটি বন্ধ করে দেয়া হয়। তখন থেকেই মূলত: চিনিকল কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত এসব জমি তাঁদের পূর্বপুরুষদের দাবি করে জমি ফেরত চেয়ে আন্দোলনে নামে সাঁওতাল নৃ-গোষ্ঠীর লোকজন। তাঁদের দাবি, সরকারি ভূমি অধিগ্রহণের শর্ত মোতাবেক আখ চাষের পরিবর্তে যদি কখনো মিল কর্তৃপক্ষ ভুমির মালিকানা ছেড়ে দেয় কিংবা লিজ প্রদান করে তবে প্রকৃত মালিকদেরকেই শুধুমাত্র ভূমি ফেরৎ অথবা ব্যবহারের জন্যে লিজ প্রদান করতে হবে। বর্তমানে যেহেতু মিলের জন্য এই সম্পত্তির কোন প্রয়োজন নেই এবং মিল অন্যের কাছে জমি ইজারা বা লিজ প্রদান করছে, তাই যাদের কাছ থেকে জমি নেয়া হয়েছিল তাদের কাছেই জমি ফেরৎ দেয়ার জন্য উচ্ছেদ হওয়া সাঁওতাল ও বাঙালিরা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা ও গাইবান্ধা জেলা শহরে দফায় দফায় মিছিল–সমাবেশ ও মানববন্ধন করে আন্দোলন করে আসছিলেন। এই বিষয়ে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার পর তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে এই ব্যাপারে একটি তদন্তও করা হয়। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ১ জুলাই ২০১৬ থেকে ওই আখ খামারের প্রায় ১০০ একর জমি দখল করার উদ্দেশ্যে সাঁওতালরা একচালা ঘর নির্মাণ করে এবং তীর-ধনুক নিয়ে জমি পাহারা দেয়া শুরু করেন। ২০১৬ সালের গত ১২ জুলাই চিনিকল কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে দখলকৃত জমি থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ করতে যায়। এই সময় পুলিশের সঙ্গে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের লোকজনের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশসহ উভয়পক্ষে অন্তত দশজন আহত হন। এরপর থেকেই চিনিকল কর্তৃপক্ষ ওই জমি থেকে তাঁদের উচ্ছেদের চেষ্টা চালাতে থাকে।[২৫]

[২৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিনাজপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য

২৯. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলোর রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। *অধিকার* অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচার করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর চলমান গণহত্যা

৩০. গত ৯ অক্টোবর মিয়ানমার সীমান্তে পুলিশের ফাঁড়িতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হামলার সূত্র ধরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের নামে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠির ওপর সেনাবাহিনী হামলা চালায় ও গণহত্যা শুরু করে। গত কয়েক সপ্তাহে কয়েক শত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্য নিহত হয়েছেন এবং শারিরীক নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট ও শিশুদের আগুনে নিক্ষেপ করার মতো ঘটনা ঘটেছে। হামলায় মসজিদসহ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। পুরো এলাকা সেনাবাহিনী অবরোধ করে রাখায় সেখানে কোনো ধরনের ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রবেশ করতে পারছে না। প্রাণ বাঁচাতে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা। অনেক রোহিঙ্গা পরিবার প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তর্তী দেশ বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিজিবি) এর কঠোর নজরদারীর কারণে অধিকাংশই বাংলাদেশে ঢুকতে পারছেন না। জঙ্গলে চিকিৎসার অভাবে পরিবারের সঙ্গে পালিয়ে থাকা অনেক শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর দিয়েছে মিয়ানমারের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম।[২৬]

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য নাফ নদীর মিয়ানমারের অংশে অপেক্ষরত রোহিঙ্গারা। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৬

[২৬] মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বরতা; প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলে রাত কাটাচ্ছে রোহিঙ্গারা; না খেয়ে কাটছে দিন;সুচি সরকার এখনো চুপ/ নয়াদিগন্ত, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/172905

রোহিঙ্গারা কক্সবাজার টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ছবিঃ ডেইলী স্টার ২৪ নভেম্বর ২০১৬

৩১. *অধিকার* মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলমান রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর হামলা এবং গণহত্যার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, এইভাবে ভয়াবহ হামলা ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে মায়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে নির্মূল করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৮ এবং ১৯৯১-৯২ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলার কারণে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বর্তমানে তাঁরা রিফিউজি হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। ২০১২ সালে আরেকবার রোহিঙ্গাদের ওপর বড় ধরনের হামলা হয়। এই সময়ে অনেক রোহিঙ্গা পরিবার প্রাণ বাঁচাতে নদীপথে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন। প্রায়শই মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর হামলা চলছে এবং মিয়ানমার সরকার তাঁদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। যদিও যুগ যুগ ধরে রোহিঙ্গাদের পূর্বপুরুষেরা মিয়ানমারেই বসবাস করেছেন। সুতরাং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি মিয়ানমারে নাগরিক অধিকারসহ সব ধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে যাঁরা সহিংস পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে নাফ নদীতে নৌকায়, জঙ্গলে ও বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করছেন *অধিকার* তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি দাবি জানাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা *করার* আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এখনই উচিত মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ এবং অবরোধ আরোপ করে রোহিঙ্গাদের নাগরিক ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মিয়ানমার সরকারকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

সভা-সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত

৩২. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সরকার কঠোরভাবে দমন করছে এবং বিরোধীদল (বিএনপি) সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বিভিন্ন গোষ্ঠির সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে। সরকার এরই মধ্যে নিবর্তনমূলক অনেকগুলো আইনের খসড়া তৈরি করেছে যা আইনে পরিণত হলে সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রন ও নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আরো ব্যাপকভাবে খর্ব করবে। এরমধ্যে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)'র ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ হয়েছে। এছাড়া সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের

সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত 'অভিযুক্তদের' বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) প্রয়োগ করছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা নজরদারী বলবৎ রেখেছে। বাংলাদেশে সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে। একমাত্র রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন বিটিভিকে সরকারি ও সরকারদলীয় খবর প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৩. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৩ জন সাংবাদিক আহত এবং ১ জন লাঞ্ছিত হয়েছেন।

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান অবশেষে কারামুক্ত

৩৪. গত ২৩ নভেম্বর ১৩১৯ দিন কারাগারে আটক থাকার পর আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান (৬২) গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মাহমুদুর রহমানের জামিন মঞ্জুর করে। এই জামিনের বিরুদ্ধে গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগের চেম্বার জজের কাছে আবেদন করলে চেম্বার জজ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেন। ৩১ অক্টোবর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের দেয়া জামিন বহাল রাখলে মাহমুদুর রহমান জামিনে মুক্তি পান।[২৭]

৩৫. উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল গোয়েন্দা পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার করে।[২৮] এরপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়।[২৯] ২০১৫ সালের ১৩ অগাস্ট ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত সম্পদের হিসাব চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশের জবাব না দেয়ার অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে তিন বছরের কারাদণ্ড ও একলাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। সারাদেশে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মোট ৭২টি মামলা দায়ের করা হয়, যার বেশির ভাগই মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এরপর বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা সবগুলো মামলায় তিনি জামিন পান এবং সর্বশেষ মামলায় ২০১৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ থেকে জামিন পাওয়ার পরও অপর একটি মামলায় প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ প্রত্যাহারের পর মাহমুদুর রহমানের মুক্তির ক্ষেত্রে যখন কোন বাধাই ছিল না, তখন প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ জেলখানায় পাঠাতে সময়ক্ষেপণ করে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে শাহবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের হওয়া (মামলা নম্বর ৫০(১)/১৩) একটি মামলায় তাঁকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখানো হয়।[৩০] এই মামলায়ও উচ্চ আদালত থেকে জামিন

---

[২৭] জামিনে মুক্তি পেলেন মাহমুদুর রহমান/ আরটিএনএন, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, http://www.rtnn.net/bangla/newsdetail/detail/1/3/162123#.WD5fb9-y7IW

[২৮] ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা দায়েরের পর থেকেই মাহমুদুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে আমার দেশ অফিসে অবস্থান করছিলেন। উল্লেখ্য, মাহমুদুর রহমান বর্তমান সরকারের আমলে ২০১০ সালের ২ জুন গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাগারে ছিলেন এবং তখনও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। সেই সময়েও সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

[২৯] ইত্তেফাক, ১৮ এপ্রিল ২০১৩

[৩০] নিউ এজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

পান মাহামুদুর রহমান এবং তাঁর আইনজীবী তাঁর পক্ষে হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চে তাঁর মক্কেলকে যেন আর কোন মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখানো না হয়, সেই জন্য আদালতের নির্দেশনা চান। এরপর আদালত এই ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেও সরকারের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে আবেদন করলে চেম্বার জজ হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করে দেন। ফলে গত ২৭ মার্চ মাহমুদুর রহমানকে মতিঝিল থানার একটি মামলায় 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখিয়ে ১০ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। গত ৬ এপ্রিল ঢাকা মহানগর হাকিমের আদালতে এই মামলার শুনানীর সময় মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা বলেন, যে মামলায় তাঁকে গ্রেফতার ও রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে তার আগে থেকেই তিনি কারাগারে বন্দি আছেন। আদালত এই মামলার শুনানীর পর মামলায় গ্রেফতার দেখানো ও তাঁর রিমান্ডের ব্যাপারে আবেদন নাকচ করে দেয়।[৩১] এরপর গত ৫ এপ্রিল কোতোয়ালী থানায় দায়ের করা একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ।[৩২] গত ১৬ এপ্রিল সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এরপর এই মামলাতেও মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়।[৩৩] গত ২৫ এপ্রিল সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় মাহমুদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকার মহানগর হাকিম গোলাম নবী পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[৩৪] এর আগে ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল 'চেম্বার জজ মানে সরকার পক্ষের স্টে' এই শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আদালত অবমাননার একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ১৯ অগাস্ট মাহমুদুর রহমানকে ছয়মাসের কারাদণ্ড দেয়।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ

৩৬. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে এবং গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[৩৫] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৩৭. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি করার অভিযোগে গত ৭ নভেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি ডিগ্রি কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আব্দুল ওয়াদুদ (৩৪) কে কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রিয়াদ হোসেন ও ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহমেদ কলেজের একটি কক্ষে

---

[৩১] মাহমুদুর রহমানকে আদালতে হাজির, ঘটনার আগে থেকেই আটক থাকা মামলায় রিমান্ড আবেদন নাকচ/নয়াদিগন্ত, ৭ এপ্রিল ২০১৬, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/108096

[৩২] মাহমুদুর রহমানকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি/ মানবজমিন, ১৩ এপ্রিল ২০১৬ www.mzamin.com/article.php?mzamin=9728&cat=10/

[৩৩] শফিক রেহমান ফের রিমান্ডে/ মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=11050&cat=2/

[৩৪] জয়কে হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ; মাহমুদুর রহমান ৫ দিনের রিমান্ডে/নয়াদিগন্ত, ২৬ এপ্রিল ২০১৬ / http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/113377

[৩৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

আটকে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। প্রভাষক আব্দুল ওয়াদুদের বিরুদ্ধে বেলকুচি থানায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা করা হয়েছে। মামলা নং ০৮/১৬।[৩৬]

সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধা ও হামলা

৩৮.সরকার পুলিশের অনুমতি নিয়ে সভা-সমাবেশ ও মিছিল করার জন্য একটি নিয়ম চালু করেছে যা নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারিদলের ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রযোজ্য না হলেও বিরোধীদল বা ভিন্নমতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে সরকার। এছাড়া আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতাকর্মীরাও বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হামলা চালাচ্ছে।

৩৯.৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি প্রথমে গত ৮ ও ১৩ নভেম্বর সোহওয়ারর্দী উদ্যানে এবং সরকার থেকে অনুমতি না পাওয়ায় পরে তাদের দলীয় প্রধান কার্যালয়ের সামনে জনসভা করার অনুমতি চায়। কিন্তু সরকার এই জনসভার অনুমতি দেয়নি।[৩৭]

৪০.গত ৯ নভেম্বর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নবগঠিত কমিটির নেতাকর্মীরা কুমিল্লা নগরীর টাউন হল মাঠ থেকে আনন্দ মিছিল ও শোভাযাত্রা নিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নেয়। এই সময় কোতোয়ালী মডেল থানার পুলিশ তাদের বাধা দেয় এবং নেতাকর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।[৩৮]

৪১.গত ১১ নভেম্বর পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল উত্তর অঞ্চল-৩ এর প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করে। কিন্তু সম্মেলনের ব্যানারে সরকারকে ফ্যাসিবাদী বলা এবং ভারতের বিরুদ্ধে কথা লেখা থাকায় পুলিশ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলন করতে বাধা দেয়। এতে প্রতিনিধি সম্মেলন পণ্ড হয়ে যায়।[৩৯]

৪২.গত ১২ নভেম্বের বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার মাহিলাপাড়া ইউনিয়ন বিএনপি'র কমিটি গঠনের জন্য উপজেলা বিএনপি'র আহ্বায়ক আবুল হোসেন মিয়ার টরকী বন্দরের বাসায় এক সভার আয়োজন করা হয়। সভা চলাকালে গৌরনদী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল আমীন হাওলাদার, উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি জুবায়ের হোসেন সান্টু এবং সরকারি গৌরনদী কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি সুমন মাহমুদের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন ছাত্র ও যুবলীগ কর্মী সভায় হামলা চালায়। এতে সভাটি পণ্ড হয়ে যায়। হামলায় ৮ জন বিএনপি নেতা-কর্মী আহত হন। পুলিশও এরপর বিএনপি'র ৮ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।[৪০]

৪৩.গত ২৭ নভেম্বর ময়মনসিংহ ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ সরকারিকরণের দাবিতে কলেজ প্রাঙ্গন থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা করে। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এই সময় পুলিশ ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর বেধরক লাঠিচার্জ করে। পুলিশের লাঠিচার্জে কলেজের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ ও ভ্যানচালক সফর আলী নিহত হন। এই ঘটনায় শতাধিক ব্যক্তি আহত হন। নিহতের স্বজন ও সহকর্মীদের অভিযোগ, পুলিশের পিটুনিতে শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ গুরুতর আহত হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিতে বাধা দেয় পুলিশ। সময়মতো চিকিৎসা দিতে পারলে তাকে বাঁচানো যেতো বলে

---

[৩৬] প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি প্রভাষক আটক/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৮ নভেম্বর ২০১৬, http://www.bd-pratidin.com/news/2016/11/08/183158 বং অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৭] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[৩৮] কুমিল্লায় পুলিশি বাধায় পণ্ড ছাত্রদলের শোভাযাত্রা/ মানবজমিন, ১০ নভেম্বর ২০১৬, www.mzamin.com/article.php?mzamin=39482&cat=9/

[৩৯] প্রেস বিজ্ঞপ্তি জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ও অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৪০] গৌরনদীতে বিএনপি নেতার বাসায় হামলা/মানবজমিন, ১৩ নভেম্বর ২০১৬, http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=39950&cat=9/

দাবি করেন তাঁরা।[৪১] এলাকার কয়েকজন জানান, সম্প্রতি সরকার ২৩টি কলেজকে জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করে। এর মধ্যে সব দিক দিয়ে এগিয়ে থাকা ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজকে বাদ দিয়ে এমপিওবিহীন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কলেজকে (ইন্টারমিডিয়েট কলেজ) জাতীয়করণের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকার সাধারণ জনগণ ও ছাত্র-শিক্ষকরা দেড় মাস ধরে আন্দোলন করছিলো।[৪২]

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে বিক্ষোভের সময় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ
ছবিঃ যুগান্তর, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় কলেজ জাতীয়করণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোবজনের সঙ্গে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ কলেজ শিক্ষক ফজলুল হককে লাঠিপেটা করে। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

[৪১] ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র- পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ আলী;পুলিশের বেধড়ক পিটুনিতে শিক্ষকসহ নিহত ২/ যুগান্তর ২৮ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/first-page/2016/11/28/80502/

[৪২] ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজ এলাকা থমথমে; কলেজ জাতীয়করণের দাবি, সংঘর্ষে শিক্ষকসহ নিহত ২/ প্রথম আলো ২৮ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1029623/

৪৪. *অধিকার* দেশের নাগরিকদের মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলার ঘটনা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কোন নাগরিকের মতামত সরকারের বিপক্ষে গেলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ্রেফতার বা হয়রানি করা হচ্ছে। *অধিকার* অবিলম্বে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের জন্য দাবি জানাচ্ছে এবং *সেই* সঙ্গে জনগণের স্বাধীন মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারকে দমন করা থেকে নিবৃত্ত থাকতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত

৪৫. ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তার বিষয়বস্তু গোপন করে জাতীয় সংসদে আলোচনা ছাড়াই এর কার্যকরিতা দেয়া হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে এই চুক্তির সুযোগ নিয়েই ভারত বর্তমানে বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসন চালাচ্ছে। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে, পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে তার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে। এছাড়া রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে এবং আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ১ জন বাংলাদেশী ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং ১ জন গুলিতে আহত হয়েছেন।

৪৭. গত ১৩ নভেম্বর কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার গোরকমণ্ডল গ্রামের আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৯৩০ এর ৫এস ও ৬এস পিলারের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে ভোর রাত আনুমানিক ৩:০০টায় ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিক আকবর আলীর বাড়িতে হামলা চালিয়ে তা ভাংচুর করে।[৪৩]

৪৮. গত ১৫ নভেম্বর ভোরে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার কুশখালি সীমান্তে মেইন পিলার ১১ এর সাব পিলার ৭ এর কাছে কয়েকজন বাংলাদেশী নাগরিক গরু নিয়ে বাংলাদেশে আসার পথে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন (৩২) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হন।[৪৪]

৪৯. ভারত সরকারের এই আগ্রাসী নীতির ব্যাপারে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে *অধিকার*। *অধিকার* অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তিগুলো বাতিলসহ বিএসএফ এর হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হতাহত হওয়া বন্ধ করা ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

[৪৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৪] সাতক্ষীরা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী নিহত/ যুগান্তর ১৬ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/news/2016/11/16/77138/

শ্রমিকদের অধিকার

৫০.গত ২২ নভেম্বর ঢাকা জেলার আশুলিয়ার জিরাব এলাকায় গ্যাস লাইটার প্রস্তুতকারক একটি কারাখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। 'কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেড' নামের কারখানাটির আধা পাকা একতলা ভবনে বিকেল আনুমানিক ৪:০০ টায় হঠাৎ করে আগুন ধরে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় শতাধিক নারী ও শিশু শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন। শ্রমিকদের সবার বয়স ছিলো ১৪ থেকে ৪০ বছর। এঁদের মধ্যে ২৬ জন নারী ও শিশু দগ্ধ হন এবং আখিঁ (১৪) নামে এক মেয়ে শিশু শ্রমিক পরে মারা যান। আহতদের মধ্যে ২১ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে নয়জন শিশু শ্রমিক রয়েছেন।[৪৫] জানা গেছে এই কারখানায় আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। লাইটার তৈরির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিরাপত্তা জ্যাকেট দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা মানা হয়নি। লাইটারের যন্ত্রাংশ আমদানী করে এখানে নতুন গ্যাস লাইটার তৈরির পাশাপাশি পুরানো লাইটার পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা হতো।[৪৬]

সাভারে আশুলিয়ার জিরাব এলাকায় গ্যাস লাইটার তৈরির কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে আহত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলেন তাঁদের স্বজনেরা। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

সাভারে আশুলিয়ার জিরাব এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেড। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

[৪৫] আশুলিয়ায় কারখানায় আগুন, ২৬ নারী ও শিশু দগ্ধ/ প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1026295/

[৪৬] আশুলিয়ায় কারখানায় আগুন: শিশু শ্রমিকের মৃত্যু; আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও ছিল না/ প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027145/

৫১. দেশের শিল্পের বিকাশের জন্য শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কারখানার মালিকদের শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতার কারনে একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটছে এবং শ্রমিকরা জীবন হারাচ্ছেন। এছাড়াও বাংলাদেশের শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সনদ লংঘন করে শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে।

শিশু ধর্ষণকে বৈধতা দেবে 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' (খসড়া)

৫২. 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া গত ২৪ নভেম্বর মন্ত্রীসভা অনুমোদন করেছে। এতে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত আইনটি পুনর্বিন্যাস ও বাংলায় রুপান্তর করে এই আইনে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স আগের মত ১৮ বছর রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে কোন বয়সসীমা না রেখে যেকোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে হতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৭] এমনিতেই আইন থাকা সত্ত্বেও দেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। যার ফলে এরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়াসহ মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি এবং শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়াসহ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এই বিশেষ ক্ষেত্রের 'সর্বোত্তম স্বার্থের' সুযোগে বিয়ের মাধ্যমে শিশু ধর্ষণের বৈধতা দেয়া হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে যেখানে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সীদের বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত খসড়া 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬' এর ১৯ ধারা জাতিসংঘে গৃহীত আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৩. নারীদের প্রতি সহিংসতা ব্যাপকভাবে ঘটছে এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলতে থাকায় বেশীরভাগ নারী তাঁদের ওপর সংঘটিত সহিংসতার বিচার পাচ্ছেন না।

ধর্ষণ

৫৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে মোট ৫১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৩ জন নারী এবং ৩৮ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৩ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। একই সময়ে ৬ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৫. গত ৩ নভেম্বর বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার রাজেশ্বর গ্রামে এক গৃহবধূ রাতে ঘরের বাইরে এলে প্রতিবেশী খলিল পহলান ও হারুন হাওলাদার তাঁকে ধর্ষণ করে।[৪৮]

যৌতুক সহিংসতা

৫৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৬ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

---

[৪৭] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন; মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়/ প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027783

[৪৮] শরণখোলায় এক সন্তানের জননী ধর্ষণের শিকার/নয়াদিগন্ত, ৫ নভেম্বর ২০১৬, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/167352

৫৭.গত ১ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার তেরশ্রী গ্রামে যৌতুকের দুই লক্ষ টাকা না পেয়ে রিতা সূত্রধর নামে এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী প্রদীপ ও তার পরিবারের সদস্যরা শ্বাসরোধ করে হত্যা করে রিতার লাশ হাসপাতালের বারান্দায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।[৪৯]

যৌন হয়রানি

৫৮.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে মোট ৩৫ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন নিহত, ৮ জন আহত, ৯ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১ জন পুরুষ বখাটেদের হাতে নিহত হয়েছেন। এছাড়াও যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ১৪ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা আহত হয়েছেন এবং ১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৫৯.গত ১৬ অক্টোবর ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থানার নলডাঙ্গা গ্রামে কাটভাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ কামালসহ কয়েকজন বখাটে কর্তৃক মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বাবা বর্গাচাষী শাহানূর বিশ্বাসের ওপর হামলা করে তাঁকে মারাত্মক আহত করা হয়। এরপর ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেয়ার পর আহত শাহানূর বিশ্বাসের দুই পা কেটে ফেলতে হয়। এই নিয়ে গত ২১ নভেম্বর প্রথম আলোতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে গত ২২ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুলজারিসহ মামলার সব আসামীকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে কারাবন্দি করার নির্দেশ দেন। এরপর গত ২২ নভেম্বর রাতে মামলার ৩ নম্বর আসামী কুরবান আলীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত ২৩ নভেম্বর মামলার প্রধান আসামী মোহাম্মদ কামালসহ ১৩ জন অভিযুক্ত ঝিনাইদহের বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করে।[৫০]

মেয়ের উত্ত্যক্তকারী বখাটেদের হামলার শিকার শাহানূর বিশ্বাস, ছবিঃ যুগান্তর, ২২ নভেম্বর ২০১৬

৬০.গত ২ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার মাচাইন গ্রামে বখাটে সুমন ও তার সহযোগীরা বিল্লাল হোসেন (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করে। নিহতের ছোট ভাই জিলাল হোসেন জানান, তাঁর ভাই বিল্লাল হোসেনের মেয়ে ১০ম শ্রেণীর ছাত্রীকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো স্থানীয় বখাটে ছেলে সুমন (২২)। এনিয়ে সুমনের পরিবারের কাছে নালিশও করা হয়। কিন্তু বিষয়টির সুরাহা না করে সুমনের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁদের পরিবারকে

[৪৯] লাশ ফেলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন উধাও/ মানবজমিন, ৩ নভেম্বর ২০১৬, www.mzamin.com/article.php?mzamin=38450&cat=9/

[৫০] উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ; সব আসামি কারাগারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান পা হারানো শাহানূর/ প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027103/

হুমকি দেয়া হয়। পরে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হলে বখাটে সুমনের কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে তাঁরা রাজি হননি। এর জের ধরেই তাঁর ভাইকে হত্যা করা হয়।[৫১] গত ১৪ নভেম্বর র‍্যাব ঢাকা থেকে অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেফতার করে।[৫২]

এসিড সহিংসতা

৬১. নভেম্বর মাসে ৩ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৬২. গত ১৬ নভেম্বর ভোরে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার শোলাকুড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে স্বামী সাইফুল ইসলাম তাঁর স্ত্রী সালমা খাতুনের (৩০) ওপর এসিড ছুঁড়ে মারে। এতে সালমা খাতুনের মুখমণ্ডলের প্রায় ৭০ শতাংশ এসিডে ঝলসে গেছে বলে বেলকুচি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জাকির হোসেন জানান। সালমা খাতুনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।[৫৩]

অধিকার এর কর্মকাণ্ডে বাধা

৬৩. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ওপর *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন আটক রাখা হয়। *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য আড়াই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

সুপারিশসমূহ

১. গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে মানুষের ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement

[৫১] মানিকগঞ্জে মেয়ের উত্ত্যক্তকারীর হাতে বাবা খুন/ যুগান্তর, ৪ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/last-page/2016/11/04/73638/
[৫২] আমাদের সময়, ১৬ নভেম্বর ২০১৬
[৫৩] সিরাজগঞ্জে স্বামীর ছোড়া অ্যাসিডে পুড়ল স্ত্রীর মুখ/ প্রথম আলো, ১৭ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1022625/

officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' স্বাক্ষর ও অনুস্বাক্ষর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভি'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাসহ রাজনৈতিক কারণে আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৬. শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তোলার ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদের মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে।

৭. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ১৮ বছরের নিচে কোন অবস্থাতেই বিয়ের কোন বিধান রাখা যাবে না।

৮. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ এর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

৯. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মানাধীন সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল করতে ভারতকে চাপ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর অবৈধভাবে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো বন্ধ বা খুলে দেয়া চলবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে ভারতের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

১০. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় দেয়া এবং সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে।